◆ বিশেষ ক্রোড়পত্র ◆ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সার্বিক তত্ত্বাবধান : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২১ শ্রাবণ ১৪৩২
০৫ আগস্ট ২০২৫

বাণী

আজ ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস। বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ফ্যাসিবাদী অপশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-শ্রমিক-জনতা সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলে ২০২৪ সালের আজকের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ঐতিহাসিক এই অর্জনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আমি দেশের মুক্তিকামী ছাত্র-জনতাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সকল শহিদকে, যারা দেশকে স্বৈরাচারমুক্ত করতে গিয়ে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আমি তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। এই গণঅভ্যুত্থানে আহত, পঙ্গুত্ব বরণ করা ও দৃষ্টিশক্তি হারানো সকল বীর জুলাই যোদ্ধার ত্যাগ ও অবদানকে আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের পরিবার ও আহতদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্র অঙ্গীকারাবদ্ধ।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, দুঃশাসন, দুর্নীতি, লুটপাট, গুম, খুন, অপহরণ, ভোটাধিকার হরণসহ সব ধরনের অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্ম ও আপামর জনতার ক্ষোভের বিস্ফোরণ। এই বৈষম্যমূলক ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা বিলোপ করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জনগণের ক্ষমতায়ন এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করাই ছিল জুলাই অভ্যুত্থনের মূল লক্ষ্য। একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ফ্যাসিবাদের মূলোৎপাটন করে জুলাই-এর চেতনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র একটি ব্যাপক ভিত্তিক সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এই সংস্কারের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে, প্রকৃত গণতান্ত্রিক উত্তরণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে একটি ন্যায় ও সাম্যভিত্তিক নতুন বাংলাদেশ-আজকের এই দিনে এ আমার একান্ত প্রত্যাশা।

আমি জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট: বিজয় ও অঙ্গীকার

অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান, পিএইচডি

৫ আগস্ট-জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস। রাষ্ট্রীয় জবরদস্তি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ববানকে প্রত্যাখ্যানের ঐতিহাসিক দিন। ২০২৪ সালের এই দিনে বৈষমাবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থানের ফলে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকীতে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এই অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত আপামর ছাত্র-জনতাকে, যাঁদের আত্মত্যাগে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের সূচনা হয়েছে।

সময়ের ব্যাপ্তিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জুলাই বিপ্লব ২০২৪ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও এর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দীর্ঘ এবং প্রভাব সুদূরপ্রসারী। রাজপথে এই আন্দোলনটির বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও আন্দোলনের চেতনা ও তাড়না বহুদিন থেকে দেশের আপামর মানুষ ধারণ করেছেন। চূড়ান্ত পর্বে সর্বস্তরের মানুষ এতে নানাভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন যার একটিই উদ্দেশ্য ছিল- অগণতান্ত্রিক এবং জনবিচ্ছিন্ন সরকারকে হটানো। *পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন*

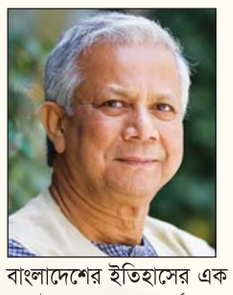

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ শ্রাবণ ১৪৩২
০৫ আগস্ট ২০২৫

বাণী

বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন আজ। এক বছর আগে এই দিনে জুলাই গণঅভ্যুত্থান পূর্ণতা পায়, দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে মুক্ত হয় প্রিয় স্বদেশ। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ, যাদের যূথবদ্ধ আন্দোলনের ফসল আমাদের এই ঐতিহাসিক অর্জন, তাদের সবাইকে আমি এই দিনে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আজ আমি স্মরণ করছি সেই সব সাহসী তরুণ, শ্রমিক, দিনমজুর, পেশাজীবীদের, যারা ফ্যাসিবাদী শক্তিকে মোকাবিলা করতে গিয়ে শাহাদত বরণ করেছেন। আমি গণঅভ্যুত্থানে শাহাদত বরণকারী সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। আমি গভীর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সকল জুলাই যোদ্ধাকে যারা আহত হয়েছেন, চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন, হারিয়েছেন দৃষ্টিশক্তি। জাতি তাদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

টানা ১৬ বছরের স্বৈরাচারী অপশাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিস্ফোরণ ছিল জুলাই গণঅভ্যুত্থান। জুলাই অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য ছিল একটি বৈষম্যহীন, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারমুক্ত নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে রাষ্ট্রকে জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরে এ সকল লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল খাতে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জুলাই গণহত্যার বিচারের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। জুলাই শহিদদের স্মৃতি রক্ষা ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমাদের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে রাজনৈতিক ও নির্বাচন ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় সকল সংস্কারে রাজনৈতিক দল ও অংশীজনদের সাথে আলোচনা চলমান আছে। একটি টেকসই রাজনৈতিক সমাধানের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের কাছে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

জুলাই আমাদের নতুন করে আশার আলো- একটি ন্যায় ও সাম্যভিত্তিক, বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে। হাজারো শহিদের আত্মত্যাগ আমাদের রাষ্ট্র সংস্কারের যে সুযোগ এনে দিয়েছে তা যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে। পতিত স্বৈরাচার ও তার স্বার্থলোভী গোষ্ঠী এখনও দেশকে ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করতে হবে। আসুন সবাই মিলে আমরা এমন এক বাংলাদেশ গড়ে তুলি, যেখানে আর কোনো স্বৈরাচারের ঠাঁই হবে না।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের রাজনৈতিক ওয়ারিশান

ফারুক ওয়াসিফ

পৃথিবীর সূর্যকে ঘুরে আসতে লাগে একটা বছর। ২০২৪ সালের ৩৬ জুলাই থেকে আমরাও পেরিয়ে এসেছি আস্ত একটা বছর। কিন্তু জুলাইয়ের শহীদ সূর্যসন্তানদের কেন্দ্রে রেখে কী এই পথ হাঁটতে পেরেছি আমরা? গত বছরের সেপ্টেম্বরেও জুলাইয়ের অনেক শহীদের লাশ বেওয়ারিশ পড়ে ছিল। এই সংখ্যা ১২০ জনেরও বেশি। মনের ভেতরের অমোঘ প্রশ্নটা তাই ঘাই মেরে জেগে ওঠে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানও কী একসময় বেওয়ারিশ হয়ে যাবে?

দুটি কাজ জুলাইয়ের উত্তরাধিকারের জন্য বিপদজনক। অর্জনের মালিকানা দখল কিংবা সংগ্রামকে বেওয়ারিশ করে দেওয়া। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার বেলায় এমন সর্বনাশ ঘটেছিল। বাহাত্তর সালেই আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের মালিকানা দখল করে নিল। ইতিহাসের মালিকানা দখল ফ্যাসিবাদের মূল খাসলতগুলির একটি। এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। সাধারণ ঘরের সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা মারাত্মক আশাহীনতা নিয়ে দূরে সরে গেলেন। তাতেই একশ্রেণির মুক্তিযুদ্ধ ব্যবসায়ীর সামনে সুযোগ তৈরি হলো অর্জনকে বেহাত করার। জুলাই জন্ম হয়েছে যে বাংলাদেশের, সেই বাংলাদেশের এ ব্যাপারে সজাগ থাকা জরুরি।

আমরা দেখেছি, একাত্তর কীভাবে বাংলাদেশ বিপ্লব নাম থেকে মুক্তিযুদ্ধ হলো। তারপর হলো স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং অবশেষে স্বাধীনতা সংগ্রাম। কোনো একটি বিজয়ের ঘটনা আপনাআপনি বিপ্লব হয় না। তাকে তখনই বিপ্লব বলা যায়, যখন দৃশ্যমান বিজয়ের পরেও লড়াই জারি থাকে, লড়াইয়ের দাবিদাওয়াগুলি একে একে অর্জিত হয় এবং ধারাবাহিক সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার পরে দেশ ও মানুষের অবস্থার মৌলিক রদবদল ঘটে। জুলাই এখনো উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, নানান বাঁকে এসে নানান শত্রু মোকাবিলা করে টিকে থাকছে। কোনো কোনো সময় মাথা উঁচু করে টিকে থাকাই বিজয়। এই টিকে থাকাকে সাফল্য বললে ইতিহাস হাসবে।

জুলাই নিয়ে নানান বয়ানের খেলাধূলাও চলছে। ভয় হয়, বেশি খেলা চালাতে চালাতে শেষমেষ খেলাটাই না ধূলা হয়ে যায়। ইতোমধ্যে একটা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে জুলাই গণহত্যা নিয়ে প্রচারিত তথ্যচিত্র দেখে আমার মতো অনেকেই বিব্রত। সেখানে পলাতক খুনি শেখ হাসিনার গণহত্যার দায় প্রমাণ হতে দেখে আমরা অবশ্যই আশ্বস্ত হয়েছি। পাশাপাশি বিব্রত হয়েছি জুলাইয়ের ছাত্রজনতার মধ্যে থেকে একটি ঘরানার ছাত্রনেতাকে জুলাই অভ্যুত্থানের মুখপাত্র বলে হাজির করা দেখে। ওই ছাত্রনেতা এবং তাঁর সংগঠনের অবদান মোটেই কম ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরাই প্রতিরোধের যোগান চালিয়ে গেছেন। কিন্তু অভ্যুত্থানের শিরদাঁড়া হিসেবে, আন্দোলনের সূচনা এবং তার জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠা করায় যাঁরা দিশারি হিসেবে সেসময় দেশের সামনে হাজির ছিলেন, তাঁদের কেন বাদ দেওয়া হলো?

আওয়ামী লীগ এবং তাদের বৈদেশিক নাগরেরা বারবার বলতে চেয়েছে যে, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল ডানপন্থীদের ষড়যন্ত্র। জুলাই অভ্যুত্থানে কে ছিল না? ডান ছিল, বাম ছিল, মধ্য ছিল। যারা এইসব মতবাদিক ফেরকায় পড়তে চান না, তারাই তো ছিলেন বেশি। জুলাইয়ের মূল ছাত্রনেতারা তখনও কোনো রাজনৈতিক গঠনে আসেননি, নিজেদের চিন্তাধারাকেও মতবাদের আকার দেননি। তাঁদের কী ডানপন্থি বলা যাবে? কিংবা দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলটিকে কি ডানপন্থি বলে চালানো সম্ভব? মনে রাখা ভালো, ছাত্রনেতাদের মধ্যে যেমন, তেমনি ফ্যাসিবাদের আমলে নিপীড়িতদের মধ্যে অগ্রগণ্য ওই দলটির শীর্ষেও তো ছিলেন সাবেক বামপন্থিরা। মাদ্রাসাছাত্ররা বিপুল আকারে ছিল, তেমনি ছিল প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালেয়ের ছেলেমেয়েরাও। আকাশের অনেক রং। কিন্তু সব বাদ দিয়ে কেবল একটি রং বা একটি ধারাকেই মূল বলে দেখানো রংকানা আচরণ। তেমনি খন্ডকে সমগ্র বলে ভাবানোও গুরুতর দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা, রসিকতা করে যাকে হস্তিকানা বলা হয়ে থাকে।

জুলাই কোনো মতবাদিক ব্যাপার ছিল না। মতবাদিক বিবাদ বা কিছু দায়িত্বহীনতার ঝান্ডা ওড়ানোর কাজটি হয়েছে বরং পরে। এবং সেসবও জুলাইয়ের মূল ধারার অংশ ছিল না। জুলাই ওইসব কূটকাচালী দঙ্গলের উত্তরাধিকার বহন করবে না।

বদরুদ্দীন উমর ঠিক কথাই বলেন বেশিরভাগ সময়। জুলাই নিয়েও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি মারাত্মক। তিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে বাংলাদেশের তো বটেই *পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন*

ডিএফপি নং. ০১/০৫-০৮-২০২৫

ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট: বিজয় ও অঙ্গীকার

ইতিহাসে স্মরণীয় বিপ্লব বা গণঅভ্যুত্থানগুলো সাধারণভাবে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে। যেমন- রুশ বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, ইরানের ইসলামিক বিপ্লব অথবা আমাদের দেশের ১৯৬৯ এর আইয়ুব বিরোধী

আন্দোলন ও নব্বইয়ের এরশাদ বিরোধী আন্দোলন। অপর পক্ষে সাম্প্রতিক বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ছিল অনেক ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম। ছাত্র-জনতার জুলাই বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলেন একদল অরাজনৈতিক তরুণ শিক্ষার্থী। বাংলাদেশে এক উজ্জ্বল তরুণ প্রজন্মের অভিষেক ঘটিয়েছে এই জুলাই গণঅভ্যুত্থান। আন্দোলনটি প্রমাণ করেছে তরুণ সমাজ অনেক সচেতন এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ। জুলাই আন্দোলনে তরুণ

শিক্ষার্থীরা কর্মসূচি দিয়েছেন, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তাতে সংহতি জানিয়েছেন ও অংশগ্রহণ করেছেন। এই আন্দোলন কেবল কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ছিল সমতার প্রশ্নে একটি নৈতিক প্রতিবাদ। পর্যায়ক্রমে দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের সব ধর্মের, বর্ণের, পেশার, লিঙ্গের মানুষের অন্তর্ভুক্তি বিপ্লবটিকে ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। অল্প সময়ের মধ্যে এই আন্দোলন শহর থেকে গ্রাম- সারাদেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তাই জুলাই গণঅভ্যুত্থান আবারও প্রমাণ করেছে সবার আগে দেশ। বিশ্বজুড়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে ২০২৪-এর ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস যথার্থই বলেছেন 'বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন আগামী দিনগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষকে মুক্তি ও ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়াতে প্রেরণা জুগিয়ে যাবে'।

আবু সাঈদ, শান্ত, মুগ্ধ, ফারহান ফাইয়াজের মতো জানা অজানা বীরের রক্তের বিনিময়ে এই নতুন বাংলাদেশ। বাসার ছাদে খেলার সময় বাবার কোলে থাকা অবস্থায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া ছয় বছরের রিয়া গোপ, অটো রিকশা চালক রনি, দুধ বিক্রেতা কিশোর মোবারক- তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই নতুন বাংলাদেশে আবারও কোনো স্বৈরাচারের উত্থান ঘটুক, জাতি তা চায় না। বীরের এই রক্তস্রোত ও মায়ের অশ্রুধারা যেন কোনোভাবেই বৃথা না যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের সবাইকে। জনগণের বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত এবং জীবনের নিরাপত্তাসহ অন্যান্য মৌলিক নাগরিক অধিকার কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠাই হোক- জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকীতে আমাদের অঙ্গীকার। ❑

লেখক : উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের রাজনৈতিক ওয়ারিশান

উপমহাদেশের সকল ঐতিহাসিক আন্দোলন-অভ্যুত্থানের চাইতে ব্যাপক বলেছিলেন। বলেছিলেন এর শক্তি ও বিস্তার পাকিস্তান আমলে আইয়ুবের সেনাশাসনের বিরুদ্ধে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই সাফল্য জনতার, তবে জনতার দফাদার হিসেবে ছাত্রনেতৃত্বকে অবশ্যই অভিবাদন জানাতে হয়।

দ্বিতীয় কৃতজ্ঞতা এই জাতির প্রতি, এই জমিনের প্রতি। এই দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ এক ভাষায় কথা বলে। এই দেশের ৯০ ভাগ মানুষের ধর্মবিশ্বাস একই। এমনকি বাঙালি ও মুসলমানও যাঁরা নন, তাঁদের জীবনবোধ, পারিবারিক মূলবোধ, খাদ্যাভ্যাস এবং অর্থনৈতিক প্রণালীর মূল দিকগুলি প্রায় একইরকম। এই জন্যই এই বাংলা সমতলে, বাংলা সাগরতীরের মানুষেরা মরলে একসাথে মরি, লড়লে একসাথেই লড়ি। এটা আমাদের বিরাট কালচারাল ক্যাপিটাল। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে এর যে মানবিক প্রকাশ দেখা গিয়েছে, তা ফ্যাসিবাদ ও তার মিত্রদের জন্য এক বিপন্ন বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। এ জন্যই তাঁদের পক্ষে নতুন বাংলাদেশকে বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্যই তাঁরা আরও ভুল করবেন এবং আরও বিনাশ পাওয়ার যোগ্য থাকবেন।

ভাষা আন্দোলনে শহীদের সংখ্যা দুই আঙুলেই গুনে শেষ করা যায়। নব্বইয়ের শহুরে গণঅভ্যুত্থানের শেষ তিন মাসে নিহতের সংখ্যা ৫০ ছাড়ায় নাই। এমনকি এরশাদ পতনের আগের সপ্তাহে ডা. মিলন ও জেহাদ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আত্মদান ঘটেনি। আর জুলাই মাসের শেষ ১৪ দিন আর আগস্টের প্রথম ৫ দিনে মৃতের সংখ্যা দেড় হাজারেরও বেশি, আহত ২০ হাজারের বেশি। ভাবা যায়! ভাবা যায় কী দানবকে কী অসম্ভব সাহস আর শহীদানে রুখে দিয়েছিল আমাদের ছেলেমেয়েরা! আগের সব রাজনৈতিক দলের আন্দোলনে পুলিশের বিরুদ্ধে হাতে কাটা বন্দুক কিংবা ককটেল অন্তত তুলে নিয়েছিল প্রতিবাদকারীরা। কিন্তু এইবারে আবু সাঈদের মতো নিরস্ত্র, মুগ্ধের মতো নিরীহ, রিয়া গোপের মতো নিষ্পাপ, ওয়াসিমের মতো আবেগী, তড়ুয়ার মতো প্রান্তিক এবং ফারহানের মতো জানবাচ্চারা শহীদ হয়েছিল। রিকশাচালক ও শ্রমজীবীদের এমন

আত্মদানের মহাকাব্য যুদ্ধ পরিস্থিতি ছাড়া আর দেখা যায় না। একটা ছবিতে দেখা যায়, গলির ভেতর তিনটি কিশোর হাতে লাঠি নিয়ে সতর্কভাবে এগোচ্ছে। গলির মাথায় পুলিশ ও ছাত্রলীগের বন্দুকধারীরা। কিন্তু ওই তিন মুক্তিযোদ্ধা পিছু হটেনি। নিজের মহল্লা, নিজের গলি কিংবা নিজের ক্যাম্পাসকে তারা দানবের হাতে তুলে দেয়নি। মরেছে, তবু এক ইঞ্চি মাটি ছাড়েনি।

অশ্রু মুছে এই সব গল্প আমাদের বলে যেতে হবে। এই শ্রাবণ বিপ্লবে বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের ১৮ কোটি গল্প বলবার আছে। সেইসব গল্প অবশ্যই শুনতে হবে সরকারকে। শহীদদের কোনোভাবেই ভুলে যেতে দেওয়া যাবে না। গণভবনকে যে শ্রাবণ বিপ্লবের জাদুঘর করার বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত এসেছে। কিন্তু এই জাদুঘর তো নিছক স্মৃতির প্রদর্শনী হতে পারে না, ছবি বা গুলির খোসার গ্যালারি হতে পারে না। এই জাদুঘরকে হতে হবে জীবন্ত ইতিহাস, গণহত্যার অনুসন্ধানী গবেষক, শহীদদের পক্ষের সজাগ পাহারাদার, ইতিহাসের দারোয়ান।

আমরা জানতাম, সরকারকে, ছাত্রজনতাকে, গণতন্ত্রের লড়াকু রাজনৈতিক দলগুলোকে বহুভাবে ব্যতিব্যস্ত রাখা হবে। প্রতিটি গোষ্ঠীর চারপাশে অবিশ্বাসের খাদ খোঁড়া হবে।

মূল ইস্যু যে রাষ্ট্র পুনর্গঠন এবং মাফিয়াতন্ত্রের খুঁটি ওপড়ানো, তা থেকে নজর সরানোর জন্য বহু ধোঁয়াশা তৈরি করা হবে। হোক, কিন্তু যখনই পথ হারাবার ভয় আসবে, যখনই বিভেদের ফাঁদে পা আটকে যাবে, যখনই লোভের চোরাবালিতে গতি আটকে যাবে, তখনই যেন মনে পড়ে হাসপাতালে শুয়ে থাকা পা হারানো কিশোরটির কথা, চোখ হারানো ভাইটির কথা, কবরে শুয়ে থাকা বিপ্লবের বীজধানের মতো শহীদদের কথা। ভুল করার সুযোগ নাই, ভুলবার সুযোগ তো একেবারেই নিষিদ্ধ!

একাত্তরে জাতির যে সংখ্যা ছিল, আজ বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা তার চেয়েও বেশি। এই তরুণেরা বেশিরভাগই উঠতি মধ্যবিত্ত ঘরের। প্রথম প্রজন্মের উচ্চশিক্ষিত এই তরুণ-তরুণীরাই ভরসা আমাদের। এই দ্বন্দ্ব উঠতি মধ্যবিত্তের সাথে বনেদি ও ফ্যাসিবাদের অবশিষ্ট স্বৈরাচারী মধ্যবিত্তের। এই দ্বন্দ্ব মুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, সকল পরিচয়ের এজমালি বাংলাদেশপন্থার সাথে লুটেরা-মাফিয়া-খুনি উপমহাদেশীয় ফ্যাসিবাদের। এই দ্বন্দ্ব পুরাতনের সাথে নতুনের। বাংলাদেশ দ্বিতীয় জন্মের আঁতুর ঘর থেকে বেরিয়ে, গত জুলাইয়ের চাইতে এখন আরও সাবালক। বাংলাদেশের লড়াই

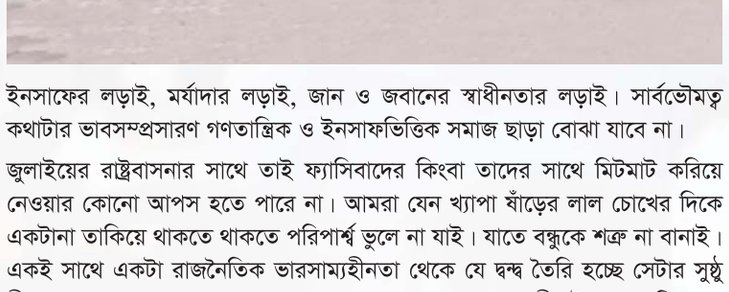

ইনসাফের লড়াই, মর্যাদার লড়াই, জান ও জবানের স্বাধীনতার লড়াই। সার্বভৌমত্ব কথাটার ভাবসম্প্রসারণ গণতান্ত্রিক ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ছাড়া বোঝা যাবে না।

জুলাইয়ের রাষ্ট্রবাসনার সাথে তাই ফ্যাসিবাদের কিংবা তাদের সাথে মিটমাট করিয়ে নেওয়ার কোনো আপস হতে পারে না। আমরা যেন খ্যাপা ষাঁড়ের লাল চোখের দিকে একটানা তাকিয়ে থাকতে থাকতে পরিপার্শ্ব ভুলে না যাই। যাতে বন্ধুকে শত্রু না বানাই। একই সাথে একটা রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতা থেকে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে সেটার সুষ্ঠু মীমাংসা হওয়া দরকার। সব গণআন্দোলন বা গণঅভ্যুত্থানে জয়ীরাই দেশ পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু এটা সত্য যে, জুলাইয়ের নেতৃত্ব দেশের প্রধান রাজনৈতিক পাওয়ার হাউস ছিলও না, এখনো নাই। কিন্তু যাঁরা প্রধান, তাঁরা যদি জুলাইয়ের সত্যিকার রাজনৈতিক ওয়ারিশান বহন না করেন, তাহলে রাজনৈতিক গতিপথে ভয়ানক সমস্যা সৃষ্টি হবে। জুলাই আরেকটা বেহাত বিপ্লব হবার আশঙ্কায় পড়বে।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় ভূরাজনৈতিক ভূমিকম্প সৃষ্টি করেছে। পাল্টা সুনামি তৈরির অবাস্তব কসরৎ যে চলবে না তা নয়। কিন্তু রক্তের ধারা কখনো পেছনে গড়ায় না। গণতন্ত্রের পথই বাংলাদেশের পথ, সেই পথে ফাঁদ থাকলেও বাংলাদেশ এগোবে। তবে দলীয় স্বার্থ দেখতে গিয়ে যেন আমরা জাতীয় স্বার্থকে আর খাটো না করি। আর যেন ক্ষমতার 'জানালার লোভে ঘর-দরোজা বিক্রি' করে না দিই। জুলাইকে বেওয়ারিশ করে দেওয়া যাবে না। সেটা হবে হাজারো শহীদের আত্মত্যাগের সাথে বেঈমানি। ইতিহাস কোনো কালে কোনো বেঈমানকে মাফ করে না। করে নি। ❑

লেখক : মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি); বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক